Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

তৃতীয় বিশ্বের আঞ্চলিক সংগঠন : ASEAN

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে পরিবর্তন এসেছিল তাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামনে অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল খুবই কঠিন সমস্যা। অর্থনৈতিক স্বার্থে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলি আঞ্চলিক সংগঠন স্থাপনের দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছিল । এ ধরনের দুটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন হল – Association of South East Asian Nations বা ASEAN এবং অন্যটি হল- South East Asian Association for Regional Co-operation বা SAARC ।

ASEAN -

১৯৬৭ সালের ৮ ই আগস্ট ব্যাংককে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হল ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিনস এবং সিঙ্গাপুর। ASEAN গঠিত হওয়ার পর ১৯৮৪ সালে বুনেই এবং ১৯৯৫ সালে ভিয়েতনাম এই সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করে।

ব্যাংককে ঐ পাঁচটি দেশ Association of South East Asian Nations বা ASEAN নামে যে সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল তার উদ্দেশ্য এই সংস্থার গঠনতন্ত্রে স্পষ্টতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়, বৈদেশিক সমস্ত শক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের জাতীয় সত্তা বজায় রাখা এবং সদস্য রাষ্ট্র সমূহের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। এই সংগঠনের কোন সামরিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল না। এই সংস্থাটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট ছিল। এই সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতি আস্থা রেখেছিল।

আসিয়ানভুক্ত দেশগুলি নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে ঐক্য কে ধরে রেখেছিল। বিভিন্ন বিষয়ে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খাদ্য ও কৃষি, শিল্প ও বানিজ্য, পরিবহন ও সংবাদ আদান-প্রদান নানা বিষয়ে স্থায়ী কমিটি গঠন করে তারা নিজেদের

ঐক্য কে ধরে রেখেছে। এই কমিটি গুলি তাদের পালন করেছিল বলে এই সংস্থা অতি দ্রুত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া চলচ্চিত্র উৎসব, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, ছাত্র সমাবেশ, বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে এই সংস্থা জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল। এই সংস্থার সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিস্ট কমিশন বা EEC –র সাথে সুবিধাজনক শর্তে ব্যবসা বানিজ্যের প্রসারের জন্য এই সংস্থা সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

আসিয়ানভুক্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলি অর্থনীতির দিক দিয়ে খুবই উন্নতি লাভ করেছিল। এদেরকে এশিয়ার বাঘ বা Asian Tiger বলা হয়। তারা বিশ্ব ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করতে পেরেছে। EEC-র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। আসিয়ান পশ্চিম ইউরোপের সাফল্য কে অনেকটাই হ্রাস করেছিল। ভিয়েতনাম এই সংস্থায় যোগ দিলে তার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

আসিয়ানের রাজনৈতিক গুরুত্ব কে অস্বীকার করা যায়না। আসিয়ান এর সদস্যগণ তাদের শীর্ষ সম্মেলনে রাজনৈতিক সমস্যা সহ বিভিন্ন ধরনের সংকট নিয়ে আলোচনা করে তা সমাধানের চেষ্টা করেছে। তারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়কে শান্তির মুক্তাঞ্চলে পরিণত করার চেষ্টায় রত ছিল। ১৯৭৬ সালে বালিতে শীর্ষ সম্মেলনে আসিয়ায়ন এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।

তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হল ভারতবর্ষ। আসিয়ানের সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক বেশ ভালো ছিল। আসিয়ান এবং ভারত উভয়ই সম্পর্ক স্থায়ী করার জন্য তৎপর ছিল। আসিয়ানের সাফল্য এই সংস্থাটিকে বিশ্বরাজনীতির আঙিনায় তার গুরুত্বকে বাড়িয়েছে।